দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 10 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

এ কি রূপ শিক্ষাঙ্গনের!

মেনকা হাসান

খাম্মা দেখেন— আজকের কাগজে একটা ছবি— কলেজের মেয়েরা কিভাবে চুলাচুলি করে মারামারি করছে।

১৪/১৫ বছরের কাজের ছেলে পত্রিকাটি আমার হাতে দিয়ে কথাগুলো বলল।

ছবি দেখে নিজেই চমকে ওঠলাম। এ কোন সভ্য সমাজের চিত্র। আদিম সভ্যতাও লজ্জা পাবে নাকি! আদিম শুধু ওরা কাপড় পরতো না আর এরা কাপড়ে আবৃত।

গত ১/৯/৯৬ তারিখে পত্রিকায় পাশাপাশি প্রকাশিত দু'টি নিবন্ধ। একটি লিখেছেন ডঃ খন্দকার কুদরত-ই-এলাহী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে, অপরটি অমিত হোসেন লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কিত। পত্রিকায় ছাপা ছবি এবং লেখা দুটো যিনি পড়বেন তাঁর বিবেক কি ক্ষণকালের জন্যে হলেও স্তম্ভিত হবে না!

পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ চিত্র আমরা প্রতিদিন পত্রিকায় দেখছি।

কিন্তু আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে অতীতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে প্রত্যেকেই অবহিত।

দিনে দিনে আমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছি! এ কোন্‌ অন্ধকারে আমরা তলিয়ে যাচ্ছি!

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'—হ্যাঁ, এই শিক্ষা দেবে কোন্‌ জাতি? যে জাতি জাতির পিতাকে হত্যা করে, যে জাতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রনায়ককে হত্যা করে, যে জাতি সামান্য বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাই ভাইকে হত্যা করে, যে জাতি নারীকে ধর্ষণ করে ফতোয়া দেয় ধর্মের নামে, যে জাতি শিশু পাচার করে— তারা দেবে? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করে। যদি আরও নিচের দিকে তাকাই, স্কুলের দিকে- আজকাল শিক্ষকরা শিক্ষকতার নামে ব্যবসা করছেন। শ্রেণী-কক্ষের বদলে পাঠদান শিক্ষকের বাসাবাড়িতে বদল হয়েছে। আজকাল নবম-দশম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তার দশটি বিষয়ের জন্যে দশজন শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে হয়। প্রতি বিষয়ে এক হাজার টাকা করে মিলে মাসে একজন অভিভাবককে দিতে হয় দশ হাজার টাকা। আর এ দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোকের মাসিক আয় কত? এতে করে কি আমরা হিসাব মেলাতে পারব। না, তা পারি না।

তা হলে আমরা কি করব? পড়াশুনার জন্যে এই বাড়তি টাকা কোথায় পাবেন মা-বাবা? অসৎ পথে রোজগার, নাকি ভিন্ন কোন ব্যবসা? তাহলে সেই সন্তানেরা তার মা-বাবাকে কি চোখে দেখবেন? না হয় অনেকে সৎপথে থেকে সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে চান, উচ্চ শিক্ষা দিতে চান, সেখানে সন্তান কি দেখে? একজন মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হার্ট হচ্ছে আসল। এটা থেমে গেলে মানুষ থেমে যায়, মরে যায়, যা একটা হাত কাটা গেলে বা পা কাটা গেলে তেমন থেমে যায় না।

তেমনি একটি জাতির হার্ট হচ্ছে ছাত্র। অর্থাৎ যুবকরা। আর এই যুবকরা যদি বিপথে যায়— এই যুবকরা যদি সন্ত্রাসী হয়— এই যুবকরা যদি বইয়ের বদলে হাতে তুলে নেয় অস্ত্র বা কোন নীল ছবি— তাহলে সেই দুর্ভাগা জাতি থেমে যাবে। থমকে যাবে সে জাতির সামনে চলার চাকা। কেননা এ চাকা যে যুবকরা!

২৫ বছর আগে কি এরূপ ছিল শিক্ষাঙ্গনে? না, তা কিছুতেই না!

শিক্ষাঙ্গনে এমন দৃশ্য কিছুকাল আগেও ছিল অকল্পনীয় —মীর আহাম্মদ মীরু

তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ এ কিসের আলামত? পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে যে যুবক হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছিল আর আজ স্বাধীন দেশের যুবকরা সেই রক্তের কি মূল্য দিচ্ছে? এর জন্য দায়ী কারা। ভাবলে খুব কষ্ট পাই।

কোথায় আমাদের সেই অঙ্গকার, সেই মূল্যবোধ। শিক্ষাঙ্গন থেকে যখন সন্তান লাশ হয়ে মা-বাবার কাছে আসে সন্ত্রাসীর হাতে গুলি খেয়ে, সেই দুঃখের ভার কি একলা মা-বাবা বহন করে? না সে ভার গোটা জাতিকে বইতে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সন্ত্রাসী ভাব দেখে আমাদের মেয়েকে ভর্তি করি নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে ও বিবিএ পড়ে। অনেক খরচ, বহু কষ্টে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু সবাই জানেন, সেখানে কিছুদিন আগে একজন ছাত্র পানিতে ডুবে গেছে, লাশ আজ পর্যন্ত তার মা-বাবা পাননি। খবরে প্রকাশ, কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবী মিলে রাতের বেলা নৌভ্রমণে গিয়েছিল তারা। হয়ত আগে থেকেই মনোমালিন্য বা সেই সময় তারা বেসামাল ছিল কিন্তু আমার প্রশ্ন সন্ধ্যার পর একটি ছেলে বা একটি মেয়ে কত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে— এটা দেখার দায়িত্ব কার?

মনে পড়ে ছোট বেলায় বিকালে মাঠে খেলতে যেতাম। সন্ধ্যার আগেই দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরতাম। কেননা মা-বাবার কড়া নির্দেশ-যেখানেই থাক সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতেই হবে। নইলে যে আর রক্ষা নেই।

আর আজকাল?

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানেই পড়ো, রাতের বেলা নিশ্চয় কোন কাজ থাকে না বাইরে। যদি কারও কোন কাজ থাকে, সেটা মা-বাবা জানবেন। নয় তো তারা নিশ্চিত থাকবেন কিভাবে?

আমার প্রশ্ন, তারেক নামের যে ছেলেটি মারা গেল তার সঙ্গে তার বান্ধবী ছিল। সেই মেয়ের মা-বাবা কি করে রাতের বেলা মেয়েকে নৌবিহারে যাবার অনুমতি দিলেন?

একজন ছাত্রকে কে চালিত করেন?

মা-বাবা, শিক্ষক, আত্মীয়, সমাজে যারা বড়—তারা সকলেই. সকলের আদর্শে একজন ছাত্র বা যুবক তাকে গড়ে তোলে।

কিন্তু ঘুনেধরা এই সমাজ কি আদর্শ তুলে ধরছে ছাত্র সমাজের সামনে? দোষ দেব কাকে?

দরিদ্র অসহায় মা-বাবা কি বন্দী সমাজের সেই অন্ধকারে? নাকি কোন ষড়যন্ত্রের? কালো হাত থামিয়ে দিতে চাইছে জাতীয় মেরুদণ্ডকে?

২৫ বছর পর বিচার হয় রাজাকার গোলাম আযমের দেশদ্রোহিতার—

২১ বছর পর বিচারের দাবি জানানো হয় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর—

গোলাম আযমের ফাঁসির রায় দিয়েছিল জনতার মঞ্চ—

সে দিন কেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় দেয়া হয়নি জনতার মঞ্চ থেকে-

আর আজ যদি ছাত্ররা-যুবকরা বলে—

যারা আমাদের বিপথে চালিত করেছে, যারা আমাদের হাতে সন্ত্রাসী হতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, যারা আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিয়েছে—

জনতার মঞ্চ থেকে তাদেরও বিচার করা হোক!

তাহলে কি খুব বেশি চাওয়া হবে?

হয়ত সেদিন বেশি দূরে নয়। ছাত্রদের ব্যবহার করে যারা ক্ষমতা ভোগ করছেন, তাদের বিবেক জাগ্রত হোক— প্রতিটি ছাত্র-যুবককে তাদের নিজ সন্তানতুল্য মনে করে সঠিক পথে চালানো হোক—এই প্রত্যাশা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের কাছে রইল।